কালের কণ্ঠ

অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড উন্নীত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগমুহূর্তে প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রেড পরিবর্তন করে উচ্চতর গ্রেডে উন্নীত করার দাবি পূরণ করল সরকার। এতে প্রধান শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হচ্ছে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে থাকা সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেলও এক গ্রেড করে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এ প্রস্তাবে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছে। শিগগিরই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

প্রজ্ঞাপন জারি শিগগিরই

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন করা এ-সংক্রান্ত প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন—উভয় ধরনের প্রধান শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় শ্রেণীর গ্রেড-১৩ অনুযায়ী ৫৫০০-১২,০৯৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পেতেন। প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রেড-১১-এর আওতায় ৬৪০০-১৪,২৫৫ কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাবেন।

প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকরা তৃতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রেড-১৪ অনুযায়ী ৫২০০-১১,২৩৫ কাঠামোতে বেতন-ভাতা পেতেন। তাঁরা এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রেড-১২ অনুযায়ী ৫৯০০-১৩,১২৫ কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাবেন।

তৃতীয় শ্রেণী পদমর্যাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকরা এত দিন গ্রেড-১৫-এর অধীনে ৪৯০০-১০,৪৫০ টাকা কাঠামোতে বেতন-ভাতা পেতেন। এখন তাঁরা গ্রেড-১৪-এর আওতায় ৫২০০-১১,২৩৫ টাকা কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাবেন। একইভাবে প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষকরা গ্রেড-১৬-এর আওতায় ৪৭০০-৯৭৪০ টাকার বদলে গ্রেড-১৫-এর আওতায় ৪৯০০-১০,৪৫০ টাকা পাবেন।

এদিকে প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণী ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণের পর প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের এখতিয়ার হারাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শিবানী ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত অনুমোদনপত্রে এ তথ্য উল্লেখ করে তা পাঠানো হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তাতে বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হলে নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) আওতাভুক্ত হবে। তবে বর্তমানে কর্মরত প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাঁদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।